مِنْ كُلِّيَاتِ رَسَائِلِ النُّوْر

أَشْرَاطُ السَّاعَة

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

কেয়ামতের আলামত ও তার বাস্তবতা

(প্রতিশ্রুত দাজ্জাল, সুফিয়ানী নামক মুসলিম সম্প্রদায় থেকে প্রকাশিতব্য দাজ্জাল এবং হযরত ঈসা আ.-এর পুণরায় পৃথিবীতে অবতরণ ও ইমাম মাহ্দীর আগমন এবং এতদসংক্রান্ত সহীহ্ হাদীসসমূহের আলোকে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত তেইশটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলার উত্তর)

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী
(BESINCI SUA)

অনুবাদ
আহ্মদ বদরুদ্দীন খান
সম্পাদক, মাসিক মদীনা

সোজলার পাবলিকেশন লি.
গিয়াস গার্ডেন বুকস্ কমপ্লেক্স, দোকান নং ১১৭
৩৭ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪, ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭
web: www.risaleinurbd.com

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে নির্বাচিত

কেয়ামতের আলামত ও তার বাস্তবতা

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী
অনুবাদ : আহমদ বদরুদ্দীন খান
(সম্পাদক : মাসিক মদীনা)

Kyamater Alamat-o-tar Bastobota

Written by : Bediuzzaman Said Nursi
Translated by : Ahmed Badruddin Khan

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০১৫ খ্রীস্টাব্দ
পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ : মে ২০১৮ খ্রীস্টাব্দ

পরিবেশক

সোজলার পাবলিকেশন্স লিঃ
SOZLER PUBLICATION LTD.
এইচ. এম. প্লাজা (৬ষ্ঠ তলা) সড়ক নং-০২, সেক্টর-০৩
উত্তরা, ঢাকা, মোবাইল : ০১৬৭৬৫১৮৯৮৭, ০১৭৬৭৮২২০৬৪
e-mail : sozlerpublicationltd@gmail.com
website : www.risalenurbangla.org

মূল্য : ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর	৬
রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জীবনে কেয়ামতের বাস্তবতা ও তার প্রভাব	৯
কেয়ামতের পূর্বভাস হিসেবে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কিত 'মুবহাম' তথা অস্পষ্ট ও গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ হাদীস দ্বারা বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য	১৩
কেয়ামতের বিশ্বাস সম্পর্কিত প্রথম মৌলিক বিষয়	১৫
কেয়ামতের বিশ্বাস সম্পর্কিত দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়	১৫
কোরআন সুন্নাহর আলোকে কেয়ামত সম্পর্কিত পঞ্চম রিসালা	২৪
গ্রন্থকারের ভূমিকা : ভূমিকা মূলতঃ কেয়ামত সম্পর্কিত পাঁচটি জ্ঞাতব্য বিষয়	২৬
কেয়ামত সম্পর্কিত প্রথম জ্ঞাতব্য বিষয়	২৬
কেয়ামত সম্পর্কিত দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়	২৮
কেয়ামত সম্পর্কিত তৃতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়	২৯
কেয়ামত সম্পর্কিত চতুর্থ জ্ঞাতব্য বিষয়	৩১
কেয়ামত সম্পর্কিত পঞ্চম জ্ঞাতব্য বিষয়	৩৪
কেয়ামত সংঘটনের পূর্বাভাষ	৩৪
কোরআন সুন্নাহর আলোকে কেয়ামত সম্পর্কিত পঞ্চম রিসালার মাসআলাসমূহ	৩৮
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে প্রথম মাসআলা	৩৮
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে দ্বিতীয় মাসআলা	৩৮
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে তৃতীয় মাসআলা	৩৯
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে চতুর্থ মাসআলা	৪০
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে পঞ্চম মাসআলা	৪১
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে ষষ্ঠ মাসআলা	৪২
কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে সপ্তম মাসআলা	৪৪

- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে অষ্টম মাসআলা ৪৫
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে নবম মাসআলা ৪৬
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে দশম মাসআলা ৪৬
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে একাদশ মাসআলা ৪৭
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে দ্বাদশ মাসআলা ৪৯
- রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসের প্রথম ব্যাখ্যা ৪৯
- রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ৫৫
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে ত্রয়োদশ মাসআলা ৫০
- রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসের প্রথম ব্যাখ্যা ৫১
- রাসূল (সা.) কর্তৃক বর্ণিত আলোচ্য হাদীসের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ৫২
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে চতুর্দশ মাসআলা ৫২
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে পঞ্চদশ মাসআলা ৫৩
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে ষষ্ঠদশ মাসআলা ৫৫
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে সপ্তদশ মাসআলা ৫৬
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে অষ্টাদশ মাসআলা ৫৭
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে উনবিংশ মাসআলা ৫৯
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত হাদীসসমূহের আলোকে বিংশত মাসআলা ৬১
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত উপর্যুক্ত বিশটি মাসআলার সম্পুরক হিসেবে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ মাসায়েল ৬৬
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত প্রথম মাসআলা ৬৬
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত দ্বিতীয় মাসআলা ৬৭
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত তৃতীয় মাসআলা : শিক্ষনীয় প্রথম ঘটনা ৭১
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত তৃতীয় মাসআলা : শিক্ষনীয় দ্বিতীয় ঘটনা ৭২
- কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত তৃতীয় মাসআলা : শিক্ষনীয় তৃতীয় ঘটনা ৭৩
- হযরত ঈসা (আ.)-এর অবতরণ ও হযরত ইমাম মাহ্দীর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কিত কতিপয় প্রশ্ন ও তার উত্তর ৭৫
- আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কিত প্রথম ইশারা ৭৮
- আলোচ্য ঘটনা সম্পর্কিত দ্বিতীয় ইশারা ৮৩
- প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর তিনটি মূল দায়িত্ব সম্পর্কিত আলোচনা ৮৬

- সারমর্ম ৮৭
- প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর তিনটি মূল দায়িত্ব সম্পর্কিত কয়েকটি প্রশ্ন ৮৭
- প্রথম দায়িত্ব ৮৮
- দ্বিতীয় দায়িত্ব ৮৯
- তৃতীয় দায়িত্ব ৮৯
- ইমাম মাহ্দীর তৃতীয় দায়িত্ব সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ব্যাখ্যা ৯০
- জনৈক বরেণ্য আলেম কর্তৃক বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী (রা.)-এর যুগের মুজাদ্দিদ হওয়া সম্পর্কিত ধারণার প্রতি উত্তর ৯৩

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ও রিসালায়ে নূর

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ১৮৭৬ সালে পূর্ব তুরস্কের বিতলিস প্রদেশের নুরস্ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং অনেক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের পথ মাড়িয়ে ৮৪ বছর বয়সে ১৯৬০ সালে উরফায় ইন্তেকাল করেন।

তিনি অতি উচ্চস্তরের আলিম ছিলেন, যিনি প্রথাগত দ্বীনি বিষয় ছাড়াও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুশিক্ষিত ছিলেন। যৌবনেই তিনি শিক্ষা-দীক্ষায় অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন এবং বদিউজ্জামান (কালের বিস্ময়) খেতাব অর্জন করেন। বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর জীবনকাল উসমানী খিলাফত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পতন ও বিভাজন, ১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র গঠন এবং এর পরের ৩৭ বছর পর্যন্ত ব্যাপ্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কয়েক বছর পর্যন্ত অর্থাৎ, ১৯২৩ সাল পর্যন্ত বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী মানবতার জন্য ইসলামের পথে সংগ্রাম করেন। তিনি অগণিত ছাত্রকে শিক্ষাদান এবং সমকালীন প্রথম সারির আলেমদের সঙ্গে বিভিন্ন দ্বীনি কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকা ছাড়াও পূর্ব তুরস্কে রুশ সৈন্যদের আক্রমণ প্রতিরোধে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন। রুশদের বিরুদ্ধে দুই বছর যুদ্ধে সক্রিয় থাকার পর যুদ্ধাহত অবস্থায় তিনি বন্দী হন। বন্দীত্ব থেকে অলৌকিকভাবে মুক্তিলাভের পর ইসলামের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য জনজীবনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। যা হোক, যে বছরগুলোতে উসমানী খিলাফত ভেঙ্গে তা প্রজাতন্ত্রে রূপ লাভ করে সেই বছরগুলোতেই তিনি "পুরাতন সাঈদ" থেকে "নতুন সাঈদ"-এ রূপান্তরিত হন। "নতুন সাঈদ"-এ রূপান্তর ছিল তাঁর জন্য জনজীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে পড়াশুনা ও ইবাদত-বন্দেগীতে মগ্ন থাকা, যা তখন ছিল এক নতুন ধরনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি।

দুই বছর পরে অর্থাৎ, ১৯২৫ সালে তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর দ্বীনহীন কর্মকাণ্ড ও দমন নীতির বিরোধিতা করায় তাঁকে পশ্চিম আনাতোলিয়ায় নির্বাসিত করা হয়। পরের সাতাশ বছরের জীবন শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার, হয়রানি এবং কারাদন্ড ভোগ করার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। কিন্তু কারাদণ্ড ও নির্বাসনের এই বছরগুলোতেই প্রায় ছয় হাজার পৃষ্ঠার "রিসালায়ে নূর গ্রন্থসমগ্র" লিখিত হয় এবং সমগ্র তুরস্কে তা ছড়িয়ে পড়ে। সাঈদ নূরসী নিজেই বলেন, "এখন আমি স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, আমার জীবনের অধিকাংশ সময়ই নিজ ক্ষমতা, দূরদর্শিতা, উপলব্ধি এবং ইচ্ছার বাইরে এমনভাবে পরিচালিত

হয়েছে- যা কোরআনের খেদমতের জন্যই ব্যয়িত হয়েছে। জ্ঞানচর্চায় ব্যয়িত আমার সমগ্র জীবন যেন ছিল "রিসালায়ে নূর" লেখার প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।"

মুসলিম বিশ্বের অধঃপতনের মূল কারণ ছিল ঈমানের ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাওয়া, একথা বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী বুঝতে পেরেছিলেন। এই দুর্বলতার সাথে বস্তুবাদ ও দ্বীনহীনতা এবং অন্য সকল শক্তির আক্রমণ এক হয়ে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ঈমানের ভিত্তিকে আরোও দুর্বল করে দেয়। ফলে তাঁর এই বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ঈমানকে মজবুত করা এমনকি বাঁচিয়ে রাখাই বর্তমান সময়ের সবচেয়ে জরুরি এবং প্রধান কাজ। সে সময় যা প্রয়োজন ছিল তা হচ্ছে ইসলামের ইমারতকে তার ভিত্তিতে পুনঃনির্মাণ করার নিমিত্তে সব ধরনের প্রচেষ্টা করা এবং কলমের জিহাদের মাধ্যমে সকল আক্রমণকে প্রতিহত করা।

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসীর নির্বাসিত ও বন্দী জীবনে রচিত "রিসালায়ে নূর" আধুনিক মানুষের কাছে ঈমানের মৌলিক বিষয় ও কোরআনের হাকিকাতসমূহকে ব্যাখ্যা করে। তাঁর নিয়ম ছিল ঈমান ও কুফর দুটিকেই যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা। তিনি এটাও দেখান যে, কোরআনের নিয়ম অনুরসণ করেই ঈমানের হাকিকাত, আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্ববাদ, রিসালাত এবং সশরীরে পুনরুত্থান এ সবই প্রমাণ করা সম্ভব। কারণ, এই সত্যসমূহ বিশ্বজগৎ এবং মানবকূলের সৃষ্টি ও অস্তিত্বেরও যথাযথ ব্যাখ্যা।

বিভিন্ন কাহিনী, উপমা, ব্যাখ্যা এবং জোরালো যুক্তির মাধ্যমে তিনি একথা প্রমাণ করেন যে, দ্বীনের হাকিকাত আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয় এবং বিজ্ঞান ১৪'শ বছর পিছনে থেকে দ্বীন তথা কোরআনকে অনুসরণ করছে। বস্তুতঃ "রিসালায়ে নূর"-এ তিনি এ কথাই প্রমাণ করেন যে, বিশ্বজগতের কর্মকাণ্ড বিষয়ক বিজ্ঞানের শ্বাসরুদ্ধকর আবিষ্কার দ্বীনের হাকিকাতকেই বরং মজবুত করে।

রিসালায়ে নূরের গুরুত্ব অতিরঞ্জিত করার কোনো অবকাশ নেই। কারণ, বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী নিজেই তুরস্কের ইতিহাসের অন্ধকারচ্ছন্ন সময়ে ইসলামি আক্বীদা ও ঈমানকে পুনরুজ্জীবিত করেন; এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর এই ভূমিকার গুরুত্ব বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও "রিসালায়ে নূর" শুধুমাত্র যে মুসলমানদের সমস্যার সমাধান দেয় তাই নয় বরং সমস্ত মানবকূলের জন্যেও তা বেশ কয়েকটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ "রিসালায়ে নূর" লেখা হয়েছে আধুনিক মানুষের মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রেখে। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে জড়বাদী দর্শনে আচ্ছন্ন কোনো ব্যক্তির মনে যেসব বিভ্রান্তি, সন্দেহ ও প্রশ্নের জন্ম দেয়, "রিসালায়ে নূর" তার সঠিক উত্তর দিতে সক্ষম। এটা আধুনিক মানুষের সকল "কি, কেন, কিভাবের" উত্তরও দিয়ে দেয়। "রিসালায়ে নূর" ঈমানের অতি গভীর বিষয়বস্তুসমূহ সাধারণ মানুষের জন্য এমন

সহজ-সরলভাবে ব্যাখ্যা করে যে, নবীনরাও তা বুঝতে পারে এবং ফায়দা লাভ করতে পারে। অথচ ইতিপূর্বে ঈমানের এ সমস্ত সূক্ষ্ম ও সুগভীর বিষয়ে শুধুমাত্র বিজ্ঞ আলেমগণই পড়াশুনা করতেন। বিশ্বজগৎ এবং মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি রিসালায়ে নূরে এ কথা প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত সুখ ঈমান এবং আল্লাহর পরিচয় লাভের মাঝে নিহিত রয়েছে। তিনি এও দেখিয়ে দেন যে, অশান্তি ও যন্ত্রণা যা কুফরের মাধ্যমে জন্ম নিয়ে মানুষের রূহ এবং ক্বালবকে আচ্ছন্ন করে তা শুধুমাত্র প্রকৃত ঈমানের দ্বারাই নিবৃত করা সম্ভব।

পবিত্র কোরআন মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন করে। এই প্রজ্ঞাময় কিতাব মহাবিশ্ব এবং এর সতত সঞ্চরণশীলতা ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে- যাতে সে মাখলুক হিসেবে তার নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনুধাবন করতে পরে। রিসালায়ে নূরে সাঈদ নূরসী শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করেছেন। তিনি মহাবিশ্বের প্রকৃত রূপকে মহান স্রষ্টার নিদর্শন হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, উপরোক্ত ব্যাখ্যার আলোকে এই আয়াতসমূহ যদি পাঠ করা হয় তাহলে ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহের হাকিকাত সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি এমন প্রকৃত ও মজবুত ঈমানের স্তরে পৌছতে সক্ষম হয়- যা প্রকৃতিবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যবাদের সূক্ষ্ম বেড়াজাল থেকে উদ্ভূত সংশয়সমূহের মোকাবেলা করতে সক্ষম। সকল বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উন্নতির অর্থ হচ্ছে নিখিল বিশ্বের দ্বার উন্মোচন করা। এই বিশ্বজগতকে (কায়েনাত) যদি এক বিশাল গ্রন্থরূপে দেখা হয় যার প্রতিটি অক্ষর "গ্রন্থ প্রণেতা"র প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, তাহলে তা ঈমানের বুনিয়াদকে শুধু মজবুতই করে না, তাকে গভীর ও সম্প্রসারিতও করে।

মানুষের মৌলিক চাহিদা হচ্ছে এমন এক দ্বীন যার মাধ্যমে সে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্‌কে তাঁর সকল সুন্দরতম নাম ও গুণাবলিসহ চিনতে সক্ষম হয়। "রিসালায়ে নূর" মানুষের কাছে তার স্রষ্টার পরিচিতি সহজ ও সাবলীলভাবে উপস্থাপন করে। এটা মুসলমানদেরকে অনুকরণ নির্ভর (তাকুলিদি) ঈমান থেকে প্রকৃত (তাহকিকি) ঈমানের দিকে ধাবিত করে। অমুসলিমদেরকে সৃষ্টির উপাসনা থেকে স্রষ্টার ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। মহা প্রজ্ঞাময় কোরআনের পথ দেখায়।

"রিসালায়ে নূর" প্রচলিত তাফসিরসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আঙ্গিকের একটি তাফসীর গ্রন্থ। এটি কোরআনের সকল আয়াতের তাফসীর নয় বরং কোরআন ও হাদীসের আলোকে বিংশ ও একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষের সকল প্রশ্নের জবাব দেয়।

সর্বোপরি, রিসালায়ে নূরের প্রত্যেকটি শব্দ ও বাক্যকে গভীরভাবে অনুধাবন ও উপলব্ধির মাধ্যমে পাঠ করার জন্য আমাদের সবিনয় অনুরোধ রইল।

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে কেয়ামতের বাস্তবতা ও তার প্রভাব

কেয়ামত এমনি এক অমোঘ সত্য ও ভয়াবহ বাস্তবতা যা ভবিষ্যতে সংঘটনের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু এর ভয়াবহতা এবং বাস্তবতা বুঝা ও উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বিশ্বাস তথা ঈমানের তারতম্যের দরুন মানুষের মাঝে বিভিন্নতা রয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি যার ঈমানের গভীরতা যত বেশী, তিনি কেয়ামতকে তত কাছ থেকে উপলব্ধি করে থাকেন। যেমন, সূরা হুদ ও সূরা ওয়াকিয়া অবতীর্ণ হওয়ার পর এতদুভয়ে বর্ণিত কেয়ামতের ভয়াবহতা উপলব্ধি করে দুশ্চিন্তা ও ভয়ের দরুন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চুল মোবারকে জীবনে প্রথম বারের মত পাক ধরেছিল। তাঁর মাথায় স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কয়েক গোছা চুল হঠাৎ সাদা হয়ে যেতে দেখে হযরত আবু বকর (রা.)-সহ বিশিষ্ট সাহাবায়ে কেরাম (রা.) বিচলিত হয়ে প্রশ্ন করলেন. ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! এই কয়েক দিনের ভিতর এমন কি হল! যদ্দরুন স্বল্প সময়ের ব্যবধানে আপনার চুলে পাক ধরেছে? তখন সাহাবায়ে কেরামের প্রশ্নের উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সুরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে। অর্থাৎ, সদ্য অবতীর্ণ হওয়া ঐ সূরায় কেয়ামতের যে ভয়াবহ অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেই দুশ্চিন্তায় আমার চুল পেঁকে গেছে।

মুস্তাদরাক-হাকেম ও সহীহ্ তিরমিযীতে সূরা হুদের তাফসীর অধ্যায়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে ঘটনাটি এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ شِبْتَ، قَالَ : «شَيَّبَتْنِي هُودٌ، وَالْوَاقِعَةُ، وَالْمُرْسَلَاتُ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» : (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ : ٧٩٢٣)

"হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.) নিবেদন করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছেন।" তখন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন, "হ্যাঁ, সূরা হুদ আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে।" তখন কোন কোন রেওয়ায়েতে সূরা হুদের সাথে সূরা ওয়াকিয়া, মুরসালাত, আম্মা ইয়াতাসা' আলুন এবং সূরা তাকবীরের নামও উল্লেখ করা হয়েছে।" (মুস্তাদরাক হাকেম, তাফসীর অধ্যায় : ৩২৯৭)

উদ্দেশ্য এই যে, উক্ত সূরাগুলোতে বর্ণিত কেয়ামতের সময় সংঘটিত ঘটনাসমূহ অত্যন্ত ভয়াবহ ও ভীতিপ্রদ হওয়ার কারণে এসব সূরা নাযিল

হওয়ার পর রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র চেহারায় বার্ধক্যের লক্ষণ দেখা দেয়।

বলাবাহুল্য যে, তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মুমিন। তাই কেয়ামতের হাকিকত তথা ভয়াবহ বাস্তবতা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রেও সমগ্র সৃষ্টিকূলের মাঝে তাঁর স্বক্ষমতা ছিল সবচেয়ে বেশী এবং পূর্ণাঙ্গ। অতঃপর সাহাবায়ে কেরাম (রা.) তাঁর প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণ ও পবিত্র সান্নিধ্যের বরকতে কেয়ামতের ভয়াবহ বাস্তবতা উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত। আর এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী উম্মতের দূরদর্শী মনীষীগণ আমাদের মত সাধারণ মুসলমানদের ঈমানকে পূণরুজ্জীবিত করতে এবং ঈমানের আলোয় কেয়ামতের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে দুনিয়ার জীবনে তাকওয়ার ক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে সেই আলামতসমূহ সম্পর্কিত হাদীসের গভীর তাৎপর্য ও প্রকৃত অর্থ সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

আর বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী ছিলেন উম্মতে মুহাম্মদীর তেমনি এক দূরদর্শী রাহ্বার। যিনি বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও বাস্তবতাকে সামনে রেখে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত তাৎপর্যপূর্ণ হাদীসসমূহের অত্যন্ত বাস্তবধর্মী ও দূরদর্শী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষের হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছেন। কেয়ামত যে সুদূর পরাহত কোন বিষয় নয় বরং নিকট ভবিষ্যতের কঠিন বাস্তবতা, তাই তিনি বর্তমান পরিবর্তনশীল বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও বাস্তবধর্মী আলোচনার মাধ্যমে যুক্তিগ্রহ্য পদ্ধতিতে উপস্থাপন করেছেন। আর কেয়ামত সম্পর্কিত সাঈদ নূরসী'র এই বিশ্লেষণ তাঁর কোন ধারণা প্রসূত গবেষণার ফলাফল নয় বরং এতদসংক্রান্ত পবিত্র কোরআন ও হাদীসসমূহের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেই মূলতঃ তিনি এই অদূরবর্তী বাস্তবতার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছেন। কেননা, পবিত্র কোরআন ও হাদীস আজ থেকে চৌদ্দ'শ বছর পূর্বেই তা আমাদের সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে। তাই দুনিয়ার প্রতি যারা সীমাতিরিক্ত আসক্তির কারণে কেয়ামত অনেক অনেক দূরের বিষয় বলে মনে করেন, তারা যে এ বিষয়ে বিভ্রান্তির মধ্যে আছেন তা পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্ পাক সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন :

إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَىٰهُ قَرِيبًا (سُورَةُ المَعَارِج : ٦-٧)

"তারা (অবিশ্বাসীরা) কেয়ামত সুদূরপরাহত মনে করে, আর আমি একে অত্যাসন্ন দেখছি।" (সূরা আল মাআরিজ : ৬-৭) এবং সূরা হজ্বে আল্লাহ্ পাক কেয়ামতের সম্ভাব্যতা ও অপরিহার্যতা সম্পর্কে সকল সংশয়-সন্দেহ নাকচ করে দিয়ে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এরশাদ করেছেন :

وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا (سُورَةُ الحَجِّ : ٧)

"কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই।" (সূরা আল-হজ্ব : ৭) অতএব, যে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার নির্দেশে কেয়ামত সংঘটিত হবে, তিনি যেহেতু একে অত্যাসন্ন এবং অপরিহার্য বলে দিয়েছেন, তখন কেয়ামতকে দূরে ভাবা নিরেট মূর্খতা এবং চূড়ান্ত পর্যায়ের অজ্ঞতা বৈ অন্য কিছু নয়। সাঈদ নূরসী আলোচ্য গ্রন্থে মহান স্রষ্টার এই সুস্পষ্ট ঘোষণাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে নিয়ে তা বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির আলোকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণ সহ দেখিয়ে দিয়েছেন যে, আমরা দ্রুতই কেয়ামত নামক সেই ভয়াবহ বাস্তবতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

গতকাল যা আমাদের কাছে অসম্ভব ও অবাস্তব ছিল, তাই আজ সম্ভব ও বাস্তব বলে প্রমাণিত হচ্ছে। কিন্তু দুনিয়ার লোভ-লালসা আমাদের অনুভূতি শক্তিকে এতটাই ভোতা করে দিয়েছে যে, প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে ঘটে যাওয়া অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও পরিবর্তন আমরা মোটেই উপলব্ধি করতে পারছি না। কারণ, আমরা বর্তমানে এমন এক অস্থির সময় অতিক্রম করছি, যে সময়কে চিন্তাশীল বিশ্বাসী মানুষদের যুগ হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। বরং চলমান শতাব্দীকে স্রষ্টায় অবিশ্বাসী বস্তুবাদী চিন্তা-চেতনার ধারক-বাহকদের যুগ বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, বস্তু জগতই তাদের জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ও লক্ষ্য। তাই কেয়ামত তথা পৃথিবী একদিন নিশ্চিত ভয়াবহরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে, এই অমোঘ সত্য প্রসঙ্গটি সামনে আসলেই তারা এক ধরণের অস্বস্তি অনুভব করেন এবং এ সংক্রান্ত নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে এ মহাসত্য থেকে মানুষের দৃষ্টি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাদের এই এড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সেই ভয়াবহ কেয়ামতের অনেক পূর্বাভাসই দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর কেয়ামত সম্পর্কিত বর্ণনাসমূহের আরো একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, কেয়ামতের আলামতসমূহ পুরোপুরি প্রকাশিত হওয়ার পরও অধিকাংশ মানুষ তা বুঝতে সক্ষম হবে না, বরং প্রচণ্ড ভূমিকম্পসহ ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হওয়ার পরই কেবল তারা উপলব্ধি করতে পারবে যে, কেয়ামত শুরু হয়ে গেছে।

বিংশ শতাব্দীর আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুজাদ্দিদ উস্তাদ বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী উম্মতে মুসলিমার এমনি এক যুগশ্রেষ্ঠ আলেমে-দ্বীন ও কালজয়ী মহান সংস্কারক ছিলেন, যিনি আল্লাহ্ প্রদত্ত সুগভীর জ্ঞান ও হিকমতের আলোকে কেয়ামতের আলামত সম্পর্কিত সেই হিকমত ও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হাদীস ও তার বাস্তবতা যুক্তিগ্রাহ্য মানদন্ডের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর এই গবেষণালব্ধ মূল্যবান রচনাটি সময়ের প্রয়োজনে বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায়

অনূদিত হয়েছে। সেই প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করেই বাংলা ভাষায় এই অসাধারণ গ্রন্থটি অনুবাদ করতে পেরে আমরা গর্বিত।

বলা বাহুল্য যে, বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী'র ন্যায় বড়মাপের জ্ঞানী ও চিন্তাবিদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ চিন্তা-চেতনা পরিপূর্ণরূপে ধারণ করার মত যোগ্যতা আমাদের নেই, হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে তাঁর গভীর দৃষ্টিভঙ্গি ও সুদূর প্রসারী ইঙ্গিত অনুধাবন করার মত আত্মিক উৎকর্ষতাও আমরা অর্জন করতে পারিনি। তারপরও যেহেতু পবিত্র কোরআন-হাদীস ও এতদুভয়ের সুগভীর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আমাদের হিদায়াতের জন্যই প্রণয়ন করা হয়েছে। অতএব, তা বোঝার ও অনুধাবন করার চেষ্টা অব্যাহত রাখাই আমাদের কর্তব্য।

অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের গবেষণালব্ধ এই মূল্যবান রিসালাটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে কোথাও কোন অসামঞ্জস্যতা কিংবা ভুল থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। তবে অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাদের সর্বোচ্চ সতর্কতা ও আন্তরিকতায় কোন ঘাটতি ছিল না। আমরা আমাদের সর্বোচ্চ মেধা ও আন্তরিকতা দিয়ে এই মূল্যবান অনুবাদ গ্রন্থটি সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে উপস্থাপন করলাম। আশা করি পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ এ থেকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের অত্যন্ত ভয়াবহ বাস্তবতা ও পরিসমাপ্তি তথা কেয়ামত সম্পর্কে মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগাম সতর্কবাণী যথাযথ অনুধাবনের মাধ্যমে নিজেদের ঈমানী চেতনা ও উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম হবেন। কারণ, মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী যথাসাধ্য বোঝার মাধ্যমে তাঁর প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস হৃদয়ে ধারণ করা, অতঃপর তদনুযায়ী সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা প্রয়োগের মাধ্যমে তা আমলে পরিণত করাই মুমিন জীবনের সর্ববৃহৎ কর্তব্য ও সফলতা। সেই কাংখিত সফলতা অর্জনের তাওফিক আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে দান করুন, আমীন।

অনুবাদক

কেয়ামতের পূর্বাভাস হিসেবে ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কিত 'মুবহাম' তথা অস্পষ্ট ও গভীর ইঙ্গিতপূর্ণ হাদীস দ্বারা বিশ্বাসীদের পরীক্ষা করার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য

কেয়ামতের বিশ্বাস সম্পর্কিত প্রথম মৌলিক বিষয় ০০১

আমার "আল-কালিমাত" নামক গ্রন্থের শেষ দিকে বিশতম কালিমায় উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তরে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। যার সার-সংক্ষেপ হচ্ছে : দ্বীন মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা, যার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ অন্তরসমূহকে নোংরা অন্তরসমূহ থেকে আলাদা করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ভাল ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয় করার জন্য দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাই অদূর ভবিষ্যতে সংঘটিত ঘটনাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এমনভাবে করা হয়েছে, যা একেবারে সুস্পষ্টও নয় যে, সহজেই বুঝা যায়। আবার এতটা অস্পষ্টতাও রাখা হয়নি যে, অন্তরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি বা গভীর জ্ঞানের অধিকারীরাও তা বুঝতে অক্ষম। বরং সুস্থ বুদ্ধি-সম্পন্ন প্রতিটি মানুষ যাতে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এমনভাবেই তা উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ, পরিপূর্ণ ঈমান ও আন্তরিকতার সাথে কেউ যদি এই পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয় তা হলে সে যেন সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হতে পারে, মানুষের এই সক্ষমতার উপযোগী করেই তা উপস্থাপন করা হয়েছে।

যেমন, কেয়ামতের আলামতসমূহ যদি মানুষের সামনে একেবারে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে দেয়া হত, তাহলে ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক, সে তা বিশ্বাস করতে বাধ্য থাকত। আর তাতে বিশ্বাসী মুমিনের ঈমান ও অবিশ্বাসী কাফেরের কুফর সত্ত্বেও এতদসংক্রান্ত বিশ্বাস একই রকম বলে বিবেচিত হত। যদ্দরুন আনুগত্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং এর দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করার মূল উদ্দেশ্য অর্থহীন হয়ে যেত।

আর এ কারণেই এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ইখতিলাফ তথা মত-ভিন্নতা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, শেষ

* يُرَاجِعُ الْمُجَلَّدُ الْأَوَّلُ مِنْ كُلِّيَاتِ رَسَائِلِ النُّورِ (الْكَلِمَاتُ) ص: ٣٨٦-٣٩٣ لِلْإِطِّلَاعِ عَلَى أُصُولٍ فِي فَهْمِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ حَيْثُ نَقَلْنَا هُنَا أَصْلَيْنِ مِنْهَا فَقَطْ.

০০১. (কুল্লিয়াতে রাসায়েলুন-নূর প্রথম খণ্ডে (الْأُصُولُ فِي فَهْمِ الْأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ) বা 'হাদীসে নববীর প্রকৃত উদ্দেশ্য বোঝার উসূল' অংশ থেকে এখানে মাত্র দুটি উসূল উদ্ধৃত করা হল। (আল কালিমাত, পৃ. ৩৮৬-৩৯৩)

যামানায় আগত ইমাম মাহ্দী ০০২ ও সুফিয়ানী নামধারী দাজ্জাল ০০৩ সংক্রান্ত হাদীস ও বর্ণনাসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই ইখতিলাফ তথা মত-ভিন্নতা প্রকট আকার ধারণ করেছে।

০০২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَمْلَأَ الْأَرْضُ ظُلْمًا وَجَوْرًا وَعُدْوَانًا، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي مَنْ يَمْلَأُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ. (مُسْتَدْرَك الحاكِم فِيْ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ : ٨٦٦٩)

"ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না পৃথিবী অন্যায়-অনাচারে ভরে না যাবে। অতঃপর আমার আহলে-বাইত থেকে এমন এক ব্যক্তি আত্মপ্রকাশ করবে, যে সমগ্র পৃথিবী ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। যেমন, ইতোপূর্বে অন্যায়-অনাচারে পূর্ণ ছিল।" (মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুল-ফিতান ওয়াল মালাহিম : ৮৬৬৯)

মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে এ বিষয়ে অন্য এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ أَشَمُّ الْأَنْفِ أَقْنَى أَجْلَى، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ (مُسْتَدْرَك الحاكِم فِيْ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ : ٨٦٧٠)

"মাহ্দী আমার বংশ থেকে হবে, তার নাসিকা হবে উন্নত এবং মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল। সে সমগ্র পৃথিবী ন্যায় ও ইনসাফ দ্বারা পূর্ণ করে দিবে। যেমন, ইতোপূর্বে অন্যায়-অনাচারে পূর্ণ ছিল।" (মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুল-ফিতান ওয়াল মালাহিম : ৮৬৭০)

এ ছাড়াও শেষ যামানায় ইমাম মাহ্দীর আত্মপ্রকাশ সম্পর্কিত হাদীস সুনানে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ্, মুস্তাদরাক-হাকেম, তাবারানী, মুসনাদে আবু ইয়ালা আল মুসিলী এবং সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমের বিরাট এক জামাত কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। ইমাম শাওকানী (রাহ্.) তাঁর রচিত 'আল তাওদীহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, "ইমাম মাহ্দী সংক্রান্ত সহীহ্, হাসান, যয়ীফ ও মুনজাবির মিলে অন্যূন পঞ্চাশটি হাদীস রয়েছে, তাই বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে এটি মুতাওয়াতির। এতে কোন রকম সংশয়-সন্দেহ নেই।"

এতদ্ব্যতীত ইমাম মাহ্দী সম্পর্কিত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) থেকেও এতো বেশী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, তার সবগুলো একত্রিত করলেও তা মারফু হাদীসের মর্যাদায় উন্নীত হয়ে যায়। অতএব, এ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহের ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোনই অবকাশ নেই। (আল ইযাআ, মুহাম্মদ সিদ্দীক হাসান খান, পৃ. ১১৩-১১৪, আত তোহ্ফা, মুবারকপুরী : ৪৮৫/৬)

০০৩. মুস্তাদরাক হাকেমে হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : «يَظْهَرُ السُّفْيَانِيُّ عَلَى الشَّامِ..... وَتُقْبِلُ خَيْلُ السُّفْيَانِيِّ فِي طَلَبِ أَهْلِ خُرَاسَانَ، وَيَقْتَتِلُونَ شِيعَةُ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْكُوفَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ أَهْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ الْمَهْدِيِّ» (مُسْتَدْرَك الحاكِم فِيْ كِتَابِ الْفِتَنِ وَالْمَلَاحِمِ : ٨٥٣٠)

"সিরিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায় থেকে সুফিয়ানী নামধারী এক দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। অতঃপর খোরাসানের উদ্দেশে তার অশ্বারোহী বাহিনী বের হবে এবং আহলে বাইতের সমন্বয়ে গঠিত বাহিনীর সাথে কুফায় তার মোকাবেলা হবে, তখন খোরাসানবাসী ইমাম মাহ্দীর সন্ধানে বের হবে।" (মুস্তাদরাক হাকেম, কিতাবুল-ফিতান ওয়াল মালাহিম : ৮৫৩০) =

কেয়ামতের বিশ্বাস সম্পর্কিত দ্বিতীয় মৌলিক বিষয়

দুনিয়া নামক এই পরীক্ষা ক্ষেত্রে মানব-জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই অসীম জ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন গোপন রেখেছেন। আর এই গোপন রাখার বিষয়টিও মানুষের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর ও তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন, আল্লাহ্ পাক পবিত্র রমযানের শেষ দশকের কোন এক রাতের মাঝে মহিমান্বিত লাইলাতুল-ক্বদর লুকিয়ে রেখেছেন এবং পবিত্র জুমার দিনে দোয়া কবুলের শুভ মুহূর্তটি অজ্ঞাত রেখেছেন এবং হাজারো মানুষের মাঝে আউলিয়ায়ে-কেরামদের লুকিয়ে রেখেছেন। এমনিভাবে মানুষের জীবন থেকে মৃত্যুর সুনির্দিষ্ট মুহূর্তটি লুকিয়ে রেখেছেন এবং পৃথিবীর আয়ুষ্কাল থেকে কেয়ামতের সময়টি লুকিয়ে রেখেছেন...ইত্যাদি।

অতঃপর যদি মানুষের মৃত্যুর সময় নির্ধারণ করে দেয়া হত, তাহলে এই অসহায় মানুষ তার জীবনের প্রথমার্ধ অবহেলায়-অবজ্ঞায় কাটিয়ে দিত। আর শেষার্ধ এতটাই ভয় ও আতংকের মাঝে অতিবাহিত করত যেমন, ফাঁসীর দণ্ড শোনার

= সুফিয়ানী নামধারী মুসলিম সম্প্রদায় থেকে প্রকাশিতব্য দাজ্জাল সম্পর্কে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যেমন উদাহরণতঃ হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন :

عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج رجل يقال له: السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب، فيقتل حتى يبقر بطون النساء، ويقتل الصبيان، فتجمع لهم قيس فيقتلها حتى لا يمنع ذنب تلعة، ويخرج رجل من أهل بيتي في الحرة فيبلغ السفياني فيبعث إليه جندا من جنده، فيهزمهم، فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا صار ببيداء من الأرض خسف بهم، فلا ينجو منهم إلا المخبر عنهم. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه (مستدرك الحاكم في كتاب الفتن والملاحم: ٨٥٨٦)

"সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক শহর থেকে সুফিয়ানী নামধারী মুসলিম সম্প্রদায় থেকে এক দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে এবং কুফা ও শামের মধ্যবর্তী ক্বালব নামক অঞ্চলে বসবাসরত সম্প্রদায়ের লোকেরা তার অনুসারী হবে। সে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চালাবে, এমনকি গর্ভবতী নারীদের পেট ফেড়ে বাচ্চা বের করে হত্যা করবে। আর সে শিশুদেরকেও নির্বিচারে হত্যা করবে। সর্বত্র সে হত্যাযজ্ঞ চালাবে। অতঃপর ক্বায়েস সম্প্রদায়ের লোকেরা তাকে মোকাবেলা করার জন্য একত্রিত হবে। অন্যদিকে ঐ সময় আমার আহলে-বাইতের এক ব্যক্তি মদীনার পার্শ্ববর্তী হাররাহ্ নামক অঞ্চল থেকে সুফিয়ানীকে হত্যার উদ্দেশে বের হবে। এ খবর শুনে সুফিয়ানী স্বীয় সৈন্যদের একদলকে তার উদ্দেশে প্রেরণ করবে এবং তারা তার সাথে যুদ্ধ করে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করবে ও নিহত হবে। এ সংবাদ পাওয়ার পর অবশিষ্ট সৈন্যদের নিয়ে সুফিয়ানী মদীনার দিকে অগ্রসর হবে। অতঃপর মদীনার নিকটবর্তী আল বাইদা নামক অঞ্চলে পৌঁছা মাত্র প্রচণ্ড ভূমিধ্বসে বাহিনীর সকলেই গভীর মাটির নিচে দাফন হয়ে যাবে। আর ঐ অঞ্চলে থাকা একমাত্র সেই মুমিন ব্যক্তিই ভূমিধ্বস থেকে প্রাণে বেঁচে যাবে, যে সুফিয়ানীর আগমণের সংবাদ নিয়ে মদীনার দিকে আসতে থাকবে। (মুস্তাদরাক-হাকেম : ৮৫৮৬, আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইমাম ইবনে কাসীর)